চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৫ মার্চ ২০২২

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত চসিক একুশে বইমেলায় মেয়র
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস
শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখা সম্ভব হয়নি। দেশের স্বাধীনতা বিনির্মানে বিভিন্ন আন্দোলনের পটভূমি ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণে গাফিলতি লক্ষ করা যায়। বিষয়টি ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ে অসম্পূর্ণ সংযোজনের ধারক হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের ব্যর্থতাই তুলে ধরবে। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন প্রজন্মকে সঠিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা আমাদরে নৈতিক দায়িত্ব। এজন্য দেশের শিক্ষা কারিকুলামের প্রতিটি স্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যিক।

আজ শনিবার বিকেলে নগরীর আউটার স্টেডিয়ামস্থ জিমনেশিয়াম চত্বরে চসিক আয়োজিত একুশে বইমেলা মঞ্চে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোজাফ্ফর আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান ডা. মাহফুজুর রহমান, প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেলা পরিষদের আহবায়ক ওয়ার্ড কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু। উপস্থিত ছিলেন-চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমুখ।

আলোচনা সভায় মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, মার্চ মাসের দ্রোহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইসতেহার পাঠ, ৭ মার্চের জগৎ বিখ্যাত ভাষণ, ২৬ মার্চের স্বধীনতা ঘোষণা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে মহাকাব্যের স্বরূপ হিসেবে নির্ণায়ন করা হয় ১৯৭১সালের মার্চ মাসকে। অন্যদিকে ২৫ মর্চের কালরাতের নৃশংস ঘটনা বাঙালি জাতির ললাটে এঁকে দেয় আমৃত্যু শোকের পীড়াধারা।

সভাপতির ভাষণে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেন, স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে মার্চ মাসের আখ্যানকে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়দের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে তারা ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্র পাবে।

স্বাগত বক্তব্যে মেলা পরিষদের আহবায়ক ডা. নিছার উদ্দিন আহমদ বলেন, ইতিহাস অধ্যায়ন জরুরী। ইতিহাস মানুষকে শেখায়, বুঝতে সহযোগিতা করে, নিছেদের বিবেকবোধ জাগ্রত করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।

আলাচনা শেষে মঞ্চে দেশাত্ববোধক একক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়ে। আগামীকাল বইমেলা মঞ্চে পেশাজীবী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩